৭৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG 1-2 1999 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭ ......

চট্টগ্রাম ভার্সিটি অচল

অবরোধ-অনশন কর্মসূচী ঘোষণা

চট্টগ্রাম ভার্সিটি রিপোর্টার ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল (বুধবার) দ্বিতীয় দিনের মতো ছাত্র ধর্মঘট অব্যাহত থাকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পুরো অচল হইয়া পড়িয়াছে। ক্লাস, পরীক্ষা, প্রশাসনিক কাজ-কর্ম, পরিবহন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নান শহরস্থ বাসায় অবস্থান করিতেছেন। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রঐক্য আগামী শুক্রবারের মধ্যে আন্তঃ ক্যাম্পাস বাস চালু না হইলে চট্টগ্রাম-হাটহাজারী সড়কে অবরোধের হুমকি দিয়াছে। ছাত্রদল আগামী শনিবার অনশন কর্মসূচীর ঘোষণা

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটি অচল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দিয়াছে। ছাত্র শিবির গতকাল বুধবার হইতে তাহাদের অবিরাম ক্লাস বর্জনের কর্মসূচী শুরু করিয়াছে।

গতকাল সকালে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রঐক্য চাকসু ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছে যে, ছাত্রদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ন্যূনতম সৌজন্যতা না দেখাইয়া ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে সারাদেশের অভিভাবক ও শিক্ষিত মহলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ ভাড়া বাস বাবদ ৬০ লক্ষ টাকার যে হিসাব দেখাইয়াছে তাহা বিভ্রান্তিকর। বর্তমানে ছাত্ররাই ৩৬০ টাকা হিসাবে সাড়ে ৫০ লক্ষ টাকা যোগান দিতেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শাহজাহান চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন; মোহাম্মদ কলিম, আহসান কবির বেঙ্গল, নূরসাফা জুলহাজ, রাহাত উল্লাহ, আবু সাঈদ জুয়েল প্রমুখ। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রঐক্য গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

দুপুরে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা চাকসু ভবনে আন্তঃক্যাম্পাস বাস চালুর দাবীতে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রদল শনিবার ক্যাম্পাসে অনশন কর্মসূচীসহ লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের পক্ষে বক্তব্য পেশ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাম্পাসে পুনরায় বাস চালু করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন রক্ষার দাবী জানায়। সাংবাদিক সম্মেলনে মূল বক্তব্য পাঠ করেন মোহাম্মদ সেলিম। বক্তব্য রাখেন; সুজা উদ্দিন, জাফরুল আলম, সাইফুর রহমান, মোশাররফ হোসেন, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

ছাত্র শিবির আন্তঃক্যাম্পাস বাস চালুর দাবীতে অবিরাম ক্লাস বর্জনের প্রথম দিনে গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। কলাভবন চত্বরে মজিবুর রহমান মঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, ক্যাম্পাসে বাস বন্ধ করিয়া ছাত্রদের মৌলিক অধিকার হরণ করা হইতেছে।